প্রথম আলো

তারিখ ... 5 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৪ ...

উচ্চশিক্ষা ■ আহমেদ মাতীন

ছাত্ররাজনীতি বনাম শিক্ষার পরিবেশ

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পালাবদলের পরপরই শিক্ষাঙ্গনগুলোতে বিশেষত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হলগুলোতে দখলদারির পালাবদলও বাংলাদেশে নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারও নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক দিন পর থেকেই ছাত্রলীগের নেতৃত্বে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটতে থাকে। কোথাও ছাত্রদলকে উৎখাত করে ছাত্রাবাস দখলকে কেন্দ্র করে, আবার কোথাও বা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অস্ত্রের মহড়া হয়েছে ছাত্রলীগেরই উপদলগুলোর মধ্যে। অবশ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসগুলোতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও সংশ্লিষ্ট মহলগুলোকে কড়া নির্দেশ দেন যথা প্রয়োজন পদক্ষেপ নিতে। জাহাঙ্গীরনগরে ছাত্রলীগের তৎপরতা এক মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগকে সতর্ক করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের এসব তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী তৎপরতা দৃশ্যত বন্ধ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস বন্ধ হওয়া এবং পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা, যা শুরু হয়েছিল তাও বন্ধ হয়েছে। বলা যায়, আপাতত শান্ত হয়েছে শিক্ষাঙ্গনগুলোর পরিবেশ। ছাত্র সংগঠনগুলোর সন্ত্রাসী তৎপরতা দমনে সরকার তাৎক্ষণিকভাবে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু এমন একটি সমস্যার সমাধান হিসেবে এটুকুকে যথেষ্ট বলা যায় কি? শিক্ষাঙ্গনগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং তার স্থায়িত্ব বিধানের জন্য সরকারের গৃহীত এ তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ কোনোমতেই যথেষ্ট নয়, এমনই অভিমত বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট মহলের অধিকাংশের। পত্রপত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে একই ধরনের সমালোচনা।

এ স্থলে মনে হয়, বর্তমান ছাত্ররাজনীতির পরিসর ও শিক্ষা পরিবেশে তার প্রভাব সম্বন্ধে একটু মৌলিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কারণ আমার মনে হয়, মৌলিক সংস্কার ব্যতীত এ সমস্যার সত্যিকার সমাধান সম্ভব নয়। বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কলেজ ও মেডিকেল কলেজগুলোর গত ১৫-২০ বছরের ছাত্ররাজনীতির ধরন ও তৎপরতা লক্ষ করলেই তা সহজে বোঝা যাবে। এসব শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতি কোনো উপরিতলবর্তী ব্যাপার নয়। এর মূল খুব গভীর এবং প্রায় সর্বব্যাপ্ত। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এর ভিত্তিভূমি হলগুলোতে প্রায় সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণই থাকে সংশ্লিষ্ট দখলদার ছাত্র সংগঠনের নেতাদের হাতে। অবশ্যই তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নীরব প্রশ্রয়ের ছায়ায়। হলের আবাসিক ছাত্র নির্বাচন ও আসন বণ্টনের কাজটি প্রধানত তারাই নিয়ন্ত্রণ করে। দলীয় ক্যাডার বা কর্মী না হয়েও যারা আসন পায়, শর্ত হিসেবে বাধ্যতামূলকভাবে তাদেরও দলের কাজ (মিটিং মিছিল ইত্যাদি) করতে হয়। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের পাঠাভ্যাস প্রধানত হলনির্ভর। ছাত্ররা ক্লাস লেকচার, টিউটোরিয়াল ও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস থেকে একাডেমিক নির্দেশনা এবং গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে এসে হলেই মূল লেখাপড়াটি করে। কিন্তু হলগুলোতে শিক্ষার কোনো পরিবেশই নেই। সাধারণত ছাত্রদের একত্রে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সহাবস্থান করতে হয়, তার ওপর প্রায়ই তাদের আপত্তিকর কর্মীদেরও কক্ষে স্থান দিতে হয়। কক্ষে তাদের নানা দলীয় কর্মকাণ্ড তো রয়েছেই, তা ছাড়া তাদের নানা ব্যক্তিগত ও বিনোদনমূলক নৈতিক-অনৈতিক কাজের নির্বিচার উৎপাতে সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে অনেক সময় নিজ কক্ষে অবস্থানই অসম্ভব হয়ে পড়ে, লেখাপড়া তো দূরের কথা। ক্লাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন এসব ছাত্র নামধারী রাজনৈতিক কর্মী সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে কখনো সহজ হতে পারে না, এক ধরনের বৈরী দূরত্ব রক্ষা করে তাদের সঙ্গে। অনেকে সশস্ত্র ও দাম্ভিকও হয়। সালাম না দেওয়ার জন্য এরা সাধারণ ছাত্রদের নাজেহাল করেছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে। হলকে এরা মনে করে দলীয় কার্যালয়। এদের দৌরাত্ম্যে হল ও ডাইনিংয়ের কর্মচারীদের সারাক্ষণ তটস্থ থাকতে হয়। ক্যান্টিন ও ডাইনিংয়ে আহার করে মূল্য না দেওয়া এবং সামান্য কারণে বয়দের মারধর করা এদের জন্য প্রায় নিয়মিত ব্যাপার। এদের জন্যই ডাইনিং ও ক্যান্টিনে খাবারের মূল্য প্রায়ই বেড়ে যায়, যা শুনতে হয় সাধারণ ছাত্রদেরই। এমন পরিবেশকে কি লেখাপড়ার জন্য অনুকূল বলা যায়? নিঃসন্দেহে না। আর এ পরিবেশের মৌলিক পরিবর্তন ব্যতীত হলে তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা যে সম্ভব নয়, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কয়েক দিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোথাও আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমি ছাত্ররাজনীতির বিপক্ষে নই। ছাত্রাবস্থায় আমিও রাজনীতি করেছি। আমার মনে হয়, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ছাত্রাবস্থার শুভিচারণা করেই এ কথা বলেছেন। কিন্তু এখনকার আর তখনকার ছাত্ররাজনীতি তো কোনোমতেই এক নয়।

এখনকার ছাত্ররাজনীতির প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। ছাত্রনেতা কর্তৃক হলের দখল করায়ত্ত হওয়া মানেই প্রতিবছর নিয়মিত বিপুল পরিমাণ নিরাপদ ও নিশ্চিত অর্থাগমের উপায়সহ একটি স্বেচ্ছাচারের স্বর্গরাজ্য হস্তগত হওয়া। হলের দখল নিয়ে এত হানাহানি, এত অস্ত্রের ঝনঝনানি তো সে জন্যই।

তাই মনে হয় আমাদের এখনই ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ছাত্ররাজনীতি চাই কি না? যদি চাই, তবে তা কী ধরনের? বর্তমান, আদর্শহীন, রাজনীতিজীবী, ছাত্র নামধারী অছাত্রদের রাজনীতি; নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী নিয়মিত শিক্ষার্থী, আদর্শবাদী তরুণ ছাত্রদের রাজনীতি।

উপসংহারে কেবল বলতে চাই যে, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতি যা-ই হোক, ছাত্রাবাসের নিয়ন্ত্রণ ছাত্রনেতাদের কাছে ইজারা দেওয়া কোনো যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য নয়। ছাত্রাবাসসহ শিক্ষাঙ্গনের সর্বত্র শিক্ষানুকূল সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই—ক. শিক্ষাঙ্গনের সর্বত্র শিক্ষানুরাগী দলনিরপেক্ষ যথাযথ কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। খ. শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি ও ছাত্রাবাসে আসন বণ্টনে শিক্ষাগত যোগ্যতা একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

অন্যথায় শিক্ষার পরিবেশ সত্যিকার অর্থে নির্বিঘ্ন ও শিক্ষাপ্রণোদক হবে না।

● আহমেদ মাতীন: অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।